মেহেরপুরে শত বছরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির। মন্দিরটিকে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা জেলার কেন্দ্রীয় মন্দির হিসেবে গণ্য করে। জেলার সর্ব প্রাচীন মন্দির বলে এই মন্দিরটি স্বীকৃত হলেও এর স্থাপনকালের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি।

তবে ধারণা করা হয় রাজা গোয়ালা চৌধুরী কিংবা তার পরবর্তী বংশধরেরা এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের দেওয়ালে লেখা আছে বাংলা ১৩৩২ সালে নিত্য গোপাল সাহার স্ত্রী পাচু বালা দাসী মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের ভিতরে স্থাপন করা হয়েছে বালা দাসীর মূর্তি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার ও তাদের দোসররা এই মন্দিরে আক্রমণ করে এবং বালা দাসীর মূর্তিটি ধ্বংস করে দেয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা পুনরায় মূর্তি স্থাপন করে নিয়মিত পূজা অর্চনা চালু করে। প্রতি বছর এখানে কালীপূজা, দূর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাসের শেষ সংক্রান্তিতে এই মন্দিরকে ঘিরে বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা বসে। বৈশাখ সংক্রান্তি মেলার আগের জৌলুস এখন আর নেই। তবে নিজ ও সমাজের মঙ্গল কামনাতে প্রতিবছর এই মন্দির প্রাঙ্গনে চলে পাঠা বলিদান।

বড়বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী শঙ্কর বিশ্বাস বলেন,থব্রিটিশ আমল থেকেই এই মন্দিরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু ধর্মাবলীরা পুজা অর্চনার জন্য আসত।এখনো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকেও পুজা করতে মানুষ আসে এই মন্দিরে পুজা দিতে।’

মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দিরের সেবাইত পুরোহিত শ্রী তপন বন্দোপাদ্ধায় ১৯৮৯ সাল থেকে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন কীছেন। তিনি বলেন,থ অবিভক্ত ভারতের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির এই সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। ভারত ভাগের পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তেহট্টের বেতায় নামক স্থানে মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের একটি শাখা চালু করে ওখানকার ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মাবলীরা। বেতায়ের সেই মন্দিরের সকল কার্যক্রম মেহেরপুর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সাথে

সমন্বয় করে একই সময়ে একই রীতিতে করা হয়।

‘তিনি আরোও বলেন, ১৯৭১ সালে বালা দাসীর মূর্তিটি ভেঙে গেলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলীরা পুনরায় মন্দিরের ভিতর বালা দাসীর ভাঙ্গা বিগ্রহ স্থাপন করে। ২০০৪ সালে মন্দির কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে বালা দেবীর বিগ্রহ ভৈরবে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।’

মুজিবনগরে চার্চ অব বাংলাদেশ বল্লভপুর ডিনারীর আয়োজনে ফুটবল টুর্নামেন্ট

মুজিবনগরে যুব সমাজে শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেরণা বৃদ্ধি এবং মাদকমুক্ত যুব সমাজ গড়ার লক্ষে চার্চ অব বাংলাদেশ বল্লভপুর ডিনারীর আয়োজনে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে ডিনারীর অন্তর্গত প্যারিশ ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিশপ কুষ্টিয়া ডায়োসিস রাইট রেভা:হেমেন হালদার এর সভাপতিত্বে, বল্লভপুর ডিনারীর ডিন রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিশপ মহোদয়ের সহধর্মিনী কুষ্টিয়া ডায়াসিসের উইমেন্স ফেলোশিপ এর কনভেনর জেসিকা সুপর্ণা হালদার,বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক, ডিনারী সম্পাদক রিপন সরকার রিন্টু, বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের এডমিন বিনিময় বিশ্বাস,রেভা:উজ্বল বিশ্বাস,রেভা: কর্নেলিয়াস মন্ডল, রেভা: গণেশ মার্ডিসহ ডিনারী অন্তর্গত প্যারিস ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বৃন্দ।

দিন ব্যাপি এই ফুটবল টুর্নামেন্টে কার্পাসডাঙ্গা, সাধু পিতরের গির্জা রতনপুর, নিত্যানন্দপুর,ইম্মানুয়েল চার্চ বল্লভপুর

প্যারিশ, যুগিন্দা এবং ডিনারী কমিটিসহ ৬ টি ফুটবল দল অংশগ্রহন করে।

লিগভিত্তিক এই খেলায় সাধু পিতরের গির্জা রতনপুর এবং নিত্যানন্দপুর ফুটবল দল ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। ফাইনাল খেলায় নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্র হলে ট্রাইবেকার অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাইবেকারে নিত্যানন্দপুর ফুটবল দল সাধু-পিতরের গির্জা রতনপুর ফুটবল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে আ.লীগ নেতা আব্দুল মান্নানের গণসংযোগ

মেহেরপুর বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন ও আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে গণসংযোগ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান।

গতকাল বৃহস্সপতিবার সদর উপজেলার রাজাপুর, রাধাকান্তপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে তিনি গণসংযোগ করেন। এসময় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করেনেএবং নৌকা মার্কার প্রচারণা করেন।

উল্লেখ্য, বেশ কিছু দিন ধরে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদীয় বিভিন্ন গ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান গণসংযোগ অব্যহত রেখেছেন।

মেহেরপুরে অপহরণের সপ্তাহ পার হলেও উদ্ধার হয়নি স্কুল ছাত্রী

মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ায় অপহরণকারীসহ তার পরিবারের ৫ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন মেয়ের পিতা মন্টু মোল্লা। এক সপ্তাহ পার হলেও উদ্ধার হয়নি স্কুল ছাত্রী বৈশাখী খাতুন।

মন্টু মোল্লা মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মৃত দারেজ মোল্লার ছেলে।

অপহরনের দায়ে অভিযুক্তরা হলেন একই গ্রামের আলী হোসেন, তার স্ত্রী আলতা খাতুন, ছেলে সুমন, মেয়ে জান্নাতুল খাতুন ও রিপন হোসেন।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মন্টু মোল্লার মেয়ে অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী বৈশাখী খাতুনকে আলী হোসেনের ছেলে সুমন (২১) প্রায় দুই মাস যাবৎ আমার মেয়েকে উত্যেক্তা করে আসছে। বৈশাখি খাতুন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে অপহরনকারী সুমন বিভিন্ন খারাপ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তাকে উত্ত্যেক্তাসহ কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। তার সেই কুপ্রস্তাবে বৈশাখী খাতুন সাড়া না দিলে বিগত ১৭ আগস্ট বেলা ১ টার দিকে আশরাফপুর বাউনঘাট এলাকায় অভিযুক্তরা সবাই তার পথ আটকে বৈশাখীকে তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ খবর পাইনি।

এঘটনায় অপহরণকারী সুমন ও তার পরিবারের ৫ জনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভূক্তভোগী পিতা মন্টু মোল্লা।

তিনি বলেন, আমার ছোট নাবালিকা মেয়েকে তারা জোরপুর্বক অপহরণ করে নিয়ে গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত পুলিশ তাদের কোনো খোঁজ পাইনি। এব্যাপারে থানায় মামলা করার পর সাহেবপুর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে মাত্র একদিন সুমনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সুমনের মায়ের মোবাইল ফোন নিয়ে এসেছিল। তার কয়েক দিন পর সেই মোবাইল ফোন ফেরৎ দিয়ে এসেছে।

সাহেবপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, ওই ছাত্রীকে উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবেও কথা বার্তা চলছে উদ্ধারের। মেয়েটি এর আগেও একই ছেলের সাথে দুই বার চলে গেছিল। সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

মেহেরপুরে নির্যাতিত নারীর পাশে মউক প্রতিনিধি দল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের প্রতিবেশি কর্তৃক নিযার্তিত অসহায় নারী আরজিনা খাতুনের (৩২) সাথে দেখা করেছে ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে আর্জিনার সাথে দেখা করেন তারা। এসময় মউক প্রতিনিধি নির্যাতিত আর্জিনার শারিরীক অবস্থার খোঁজ খবর নেন ও ঔষুধ পত্র দেওয়ার পাশাপাশি আইনগত সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন মউকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা খাতুন ও প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ আবুল কালাম ও অন্যজন।

জানা গেছে, প্রতিবেশি আঃ কুদ্দুসের নেতৃত্বে তার ছেলেরা গত ১৫ই আগষ্ট আর্জিনা খাতুনকে শারীরিক নির্যাতন করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মউকের ৩ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি প্রতিনিধি দল নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণী জানতে পারে।

উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে মেহেরপুর বিজ্ঞ সিনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে একটি মামলা করানো হয়েছে। যার মামলা নং সি আর ৬৩১/২৩।

মুজিবনগরের শিশু ধর্ষক তসলেম উদ্দীন গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের শিশু ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার আসামি তসলেম উদ্দীনকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার বড়বোলদিয়া বাজারে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

তসলেম উদ্দীন মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বিলাত মিস্ত্রীর ছেলে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ধর্ষক তসলেম উদ্দীন ঘটনার পরপরই গা ঢাকা দেন। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় তার লোকেশন নিশ্চিত হয়ে ডিবি পুলিশের একটি টিম দর্শনা থানার বড়বোলদিয়া বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আব্দুল আলীম, এসআই মো: আশরাফুল ইসলাম, এসআই মো: ইস্রাফিল, এসআই উত্তম কুমার, এসআই খালিদুর আশিক অভিযানে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ আগস্ট দুপুর দেড়টার দিকে তসলেম প্রতিবেশী ৪ বছর বয়সি শিশুকে ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি ঘাসের জমিতে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটি তার বাড়িতে এসে বললে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নেন। এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে ধর্ষণের অভিযোগ এনে নারী ও শিশু দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০২০) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২২, তারিখ ২২/০৮/২৩ ইং।

এদিকে ধর্ষক তসলেম উদ্দীনের বিচার দাবী করে থানার সামনে শত শত লোক বিক্ষোভ মিছিল করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৪

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে মারামারি মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলায় ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ আসামি রয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাতভর থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এই অভিযানে অংশ নেন। সংশ্লিষ্ট থানাগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

২৪ লাখ টাকার বায়োমেট্রিক

মেশিনের প্রায় সবই বিকল

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন করা ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইসগুলো বেশিরভাগই এখন বিকল হয়ে আছে। কিছু মেশিন সচল থাকলেও হচ্ছে না এর সঠিক ব্যবহার। প্রায় সাড়ে ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে কেনা ডিভাইসগুলো এখন পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায়।

ডিজিটাল বায়োমেট্রিক শিক্ষক হাজিরা ডিভাইস ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও মোটা অংকের অর্থ কেলেঙ্কারীর কারনে অল্পদিনেই এগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। এই অকেজো ডিভাইসগুলো এখন শিক্ষকদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক হাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রথম পর্বে থাকছে গাংনী উপজেলা নিয়ে। পরবর্তিতে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার চিত্রও তুলে ধরা হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে ২০১৯ সালে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বছরই স্থাপন করা হয় গাংনী উপজেলার ১৬২ টি বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা ডিভাইস। যার খরচ হয়েছে ২৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বায়োমেট্রিক হাজিরা ডিভাইস কেনা হয় ১২ হাজার টাকা ও অনলাইন করতে খরচ হয় প্রতিটি মেসিনে ৩ হাজার টাকা।

ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইসটি যন্ত্রটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে উপস্থিত ও ছুটির সময় শিক্ষকরা হাজিরা মেশিনে আঙুলের ছাপ দেবেন। শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করতেই সরকার এ পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু, বছর না ঘুরতেই জেলার প্রায় ৯০ ভাগ ডিভাইস বিকল হয়ে গেছে। বাকিগুলোর নেই কোনো ব্যবহার।

অভিযোগ আছে, অনেক শিক্ষকই চান না ডিজিটাল হাজিরা মেশিন চালু থাকুক। কারণ প্রায় প্রতিদিনই শিক্ষা অফিসের নাম ভাঙিয়ে অনেক শিক্ষক রাজনৈতিক, সামাজিক অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সঙ্গে সময় কাটান। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই এসব মেশিন ইচ্ছেকৃতভাবে অকেজো করে রেখেছেন। এছাড়া কর্তৃপক্ষের উদাসিনতা ও সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণেও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে বায়োমেট্রিক হাজিরা যন্ত্রগুলো।

করোনার অজুহাত দেখিয়ে শিক্ষকরা বলছেন, করোনায় বিদ্যালয় বন্ধ

থাকায় ডিভাইসগুলো ব্যবহার হয়নি। একই সঙ্গে সফটওয়্যার আপডেট না থাকায় এখন আর ব্যবহার হচ্ছে না।

নাম প্রকাশ না কারার শর্তে একাধিক শিক্ষক বলেন, ‘২০১৯ সালে আমরা স্লিপ ফান্ডের টাকা দিয়ে হাজিরা মেশিন কিনেছিলাম। করোনায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর ব্যবহার করা হয়নি। নতুন করে কোনো নির্দেশনা না দেওয়ায় এখন ব্যবহার হচ্ছে না বায়োমেট্রিক হাজিরা। এরমধ্যে যেসব মেশিন সচল রয়েছে সেগুলোতে ডাটা আপডেট না করায় এবং সার্ভারের সঙ্গে ঠিকঠাক কানেকশন না থাকায় অকার্যকর পড়ে আছে। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক স্কুলকে এখন ম্যানুয়াল হাজিরা খাতা ব্যবহার করতে হচ্ছে।

গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, ‘যাচাই-বাছাই করেই বায়োমেট্রিক হাজিরা যন্ত্রগুলো কেনা হয়েছে। করোনার কারণে মেশিন চালু করা সম্ভব হয়নি। এরইমধ্যে সামনের ডিসেম্বর মাসে সার্ভিসের মেয়াদও শেষ হবে। তিনি বলেন, এখনো অনেক বিদ্যালয়ে এটি চালু রয়েছে। আমার বিদ্যালয়েও ডিজিটাল ডিভাইস চালু রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একাংশের সভাপতি মহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক হাফিজুর রহমান বকুল বলেন, ‘শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের এটি একটি ভালো উদ্যোগ ছিল। এই উদ্যোগের ফলে সঠিক সময়ে শিক্ষকরা হাজির হবেন। এতে লেখা পড়ার মানোন্নয়নও হতো।

সাবেক শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এতে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে।’ এ শিক্ষকের মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে এটি যেন লোকদেখানো না হয়ে বাস্তব্যে রূপ দেওয়া হয়। এতে শুধু শিক্ষক হাজিরা নয় বাড়বে শিক্ষার মান। একই সঙ্গে কমবে শিক্ষক অনুপস্থিতির মানসিকতা।’

গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দীন বলেন, ডিজিটাল ডিভাইসগুলো অধিকাংশই বিকল হয়ে রয়েছে। আমি শিক্ষকদের ডেকে বলেছি তারা যাদের মাধ্যমে এগুলো লাগিয়েছে তাদের ডেকে ঠিক ঠাক করে দিতে। কিন্তু আজও সেটি হয়নি। তিনি আরও বলেন, আমি কোম্পানীর লোককেও ডেকেছিলাম। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ঠিক করে

দেওয়ার কিন্তু ঠিক করে দেইনি।

ডিজিটাল এ যন্ত্রটির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনরা। তবে নিম্নমানের যন্ত্র ও সঠিক তদারকির অভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই মেশিনগুলো ঠিক করে পুনরায় চালুর দাবি তাদের।

মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথম সেমিফাইনাল পরিত্যক্ত ঘোষণার দাবী

মোনাখালি ফুটবল টুর্নামেন্টে রেফারি, লাইন্সম্যান ও কমিটির পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে এবং পুনরায় প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলানোর দাবীতে ‘শালিকা প্রবাসী ফুটবল একাডেমি’র সংবাদ সম্মেলন।

গতকাল বুধবার ২৩ আগষ্ট রাত সাড়ে দশটায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের মূল ফটকের সামনে শালিকা প্রবাসী ফুটবল একাডেমির পক্ষ থেকে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন ম্যাচের একমাত্র গোলটি হয়েছে অফসাইড থেকে, এ নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটি রিভিউ দেখে ম্যাচের সমন্বয় করার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে তা অস্বীকার করে। সংবাদ সম্মেলনে শালিকা প্রবাসী ফুটবল একাডেমীর সদস্যরা ভিডিওতে অফসাইডের গোলটি প্রদর্শন করে দাবি করে টুর্নামেন্ট কমিটি ভিডিওটি দেখে যদি বৈধ গোল বলে ঘোষনা দেয় তবে তারা সেটা মেনে নেবে। কিন্তু যদি অফসাইড প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের দাবি ম্যাচটা পুনরায় আয়োজন করার। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার তারা জেলা প্রশাসক মেহেরপুর এবং জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনে স্মারকলিপি জমা দেবে বলে তারা জানায়।

মেহেরপুর জেলা ইয়ং বাংলা

ফিউচার লিডার্সের উদ্যোগে

পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর জেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার্সের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ ১৫ আগস্ট সকল শহীদদের স্মরণে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বুধবার বিকেলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নিজ বাসভবনে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, মেহেরপুর সদর উপজেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সভাপতি সানোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, পৌর শাখার সভাপতি রুবেল সাধারণ সম্পাদক রাতুল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান মোহাম্মদ অনিক, কুতুবপুর ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদিকা সুমাইয়া আক্তার রিয়া, বুড়িপোতা ইয়ং বাংলার সাধারণ সম্পাদিকা নাহিদা আক্তার সাথী, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা অমী পারভীন সহ মেহেরপুর জেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার্সের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।